A THREE DAY INTERNATIONAL WEBINAR PROCEEDINGS ON

"Polity of The Mahābhārata In The Context of Present Perspective"

(বর্তমানের প্রসঙ্গে মহাভারতের রাজনীতি)

PEER-REVIEWED BOOK

Editor in Chief

Dr. Soumen Manna

Sadhan Chandra Mahavidyalaya

Department of Sanskrit

in collabaration with

Fakir Chand College

Department of Sanskrit

SEPTEMBER, 2020

Scanned with OKEN Scanner

Proceedings of International Webinar

© Sadhan Chandra Mahavidyalaya
In Collaboration with
Fakir Chand College

Published on September, 2020

Publisher: Simika Publishers

Computer : Binoy Mondal

ISBN: 978-81-950102-4-0

Price: Rs. 650

Sadhan Chandra Mahavidyalaya
Department of Sanskrit
In Collaboration with
Fakir Chand College
Department of Sanskrit

Scanned with OKEN Scanner

60. মহাভারতের ষড়যন্ত্র – বর্তমানে এর প্রাসঙ্গিগতা 390
দেবপ্রিয়া বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

61. মহাভারতের যুগে শিল্প 393
কৃষ্ণ পদ ঘোষ, গবেষক

62. মহাভারতের সভাপর্ব ও রাজসূয় যজ্ঞ 399
নব কুমার দাশ, সহকারী অধ্যাপক

63. মহাভারতের সমাজে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি শান্তনু 404
রাহুল বণিক, গবেষক

64. রাজনীতির ছত্রছায়ায় মহাভারতের চরিত্ররা (শান্তনু, সত্যবতী, কুন্তী, ভীষ্ম ও কৃষ্ণ) 407
শ্রী সুরজিৎ রায়, সহকারী অধ্যাপক

65. শকুন্তলা ও মালতী চরিত্র- একটি পর্যালোচনাত্মক আলোচনা 414
সুব্রত কুমার মান্না, রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

66. সার্থক রাজনীতিতে মহাভারত ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা-একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 420
শ্রীস্বপন বিশ্বাস, গবেষক

67. মহাভারতে নারীর মহত্ব 428
প্রমীলা মণ্ডল, গবেষিকা

68. সমসাময়িক রাজনৈতিক সংঘাত এবং মহাভারত 437
মৌসুমী দোলই, ছাত্রী

69. মহাভারতে দণ্ডনীতি : একটি সমীক্ষা 443
ঐশী সাহা, সহকারী অধ্যাপিকা

70. বর্তমান সময়ে বিদুরনীতির প্রাসঙ্গিকতা 449
সুপ্রিয় প্রামাণিক, রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

71. বর্তমান প্রসঙ্গে মহাভারতের রাজনীতি 457
সঞ্চিতা গোস্বামী, রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

72. মহাভারতের রাজনীতিতে নারী: বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা 466
যোগমায়া রায়, সহকারী অধ্যাপিকা

73. বর্তমান প্রসঙ্গে মহাভারতের রাজনীতি 474
মধুশ্রী লাহা, গবেষিকা

74. মহাভারতের রাজনীতি ও বর্তমান সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা 480
ইন্দ্রাণী লাহা, রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

75. মহাভারত ও বর্তমান রাজনীতিতে জনগণের স্থিতি 485
সুধাসিন্ধু ঘোষ, গবেষক

Scanned with OKEN Scanner

মহাভারতে নারীর মহত্ব

প্রমীলা মণ্ডল

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত এমনই একটি গ্রন্থ যেখানে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার পূর্ণরূপ একত্র সমাবিষ্ট। বস্তুতঃ মহাভারতে ভারতভূমির সমস্ত ভাবনা-কল্পনা-সাধনা, অর্থ-কামাদির সমস্ত তত্ত্ব, নীতি, বিধিবিধান, অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, অজস্র উপাখ্যান, উপকথা ও কিংবদন্তী, অসংখ্য প্রবাদ ও প্রবচন, বিচিত্র লোকবিদ্যা, নারীর মহত্ব, জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যা আর তার সম্ভাবিত সমাধান, বিদ্বেষ বা অসূয়াসঞ্জাত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ভয়াবহ পরিণাম ইত্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। ভারত বংশের সামরিক ইতিহাসের মহৎ কাহিনী বা ভারতযুদ্ধের বর্ণনাই মহাভারতের মূল উপজীব্য হলেও মহাভারতরূপ মহাসাগরে এসে মিশেছে কত জীবনের কত ধারা। রচনাশৈলী ও কাহিনী বিচারের মানদণ্ডে মহাভারত ইতিহাস-পুরাণ। মহাভারতকে জয়, আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস, কাব্য, সংহিতা ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহাভারতের পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন-

"মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মানং ততোঽধিকম্ ॥
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।"[1]

তাই শুধু আয়তনের মহত্ত্ব নয়, বিষয়বস্তুর মহান গৌরবভার বহন করে বলেই এর 'মহাভারত' অভিধা। মহান ভরতবংশীয় কুরুপাণ্ডবগণের উপাখ্যানযুক্ত হয়ে এক বিশাল কাব্যের আকার ধারণ করাই এই গ্রন্থটি মহাভারত নামে প্রচারিত- "ভারতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে ।"[2] এই মহাকাব্যে এমন কোন বিষয় অনুপস্থিত নেই যার অস্তিত্ব এই বিশাল ভারতবর্ষের অন্যত্র মিলতে পারে। প্রচলিত প্রবাদটি যে শুধু কথার কথা নয় তার প্রকৃত প্রমাণ বৈশম্পায়নের এই উক্তিটি-

"ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তত্ক্বচিৎ ॥"[3]

প্রায় এক লক্ষ শ্লোকে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে বলে এই গ্রন্থটি 'শতসাহস্রী সংহিতা' নামেও পরিচিত। তবে মহাভারতের অন্যত্র শ্লোকসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন, যেমন- কোথাও ৮৮০০ শ্লোক সম্বলিত; আবার কোথাও বা ২৪০০০ শ্লোক বিশিষ্ট সংহিতা। ব্যাসদেব স্বয়ং তাঁর এই রচনাকে জয়, ভারত ও মহাভারত আখ্যা দিয়েছিলেন। বহু বিচিত্র ধর্ম, উপদেশ, তত্ত্ব, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস প্রভৃতি এই গ্রন্থটিতে বিধৃত হয়েছে। কাহিনীর বৈচিত্র্যে ও জটিলতায়, কথার মহত্বে ও তাত্ত্বিকতায় ভারতকাব্যের রূপান্তর ঘটেছে 'মহাভারত-মহাকাব্যে'। মহাভারত শুধু ইতিহাস-পুরাণ নয়, এটি 'পঞ্চমবেদ' নামেও পরিচিত। এটি একাধারে ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র হওয়ায় এই গ্রন্থটিকে 'বিশ্বকোষ' বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। অতএব অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থটিতে সামগ্রিক যুগচেতনার ইতিহাস, প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সম্যক্ পরিচয় এবং সর্বোপরি ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম আদর্শ বিধৃত আছে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। সেইজন্যই মহাভারতের অমৃতকথা শ্রবণ করলে হৃদয় পবিত্রতার স্পর্শ অনুভব করে। ভারতবর্ষের মানবসংস্কৃতির মহান উত্স মহাভারত। লৌকিক নীতি, উপদেশ থেকে শুরু করে আত্মত্যাগ, মোক্ষধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রায় সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য মহাভারতে সন্নিবিষ্ট। অতএব ধর্মনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উচ্চচিন্তার যাবতীয় পরিচয় একমাত্র মহাভারতেই লভ্য।

Scanned with OKEN Scanner

Dharmaśāstras: Guide to Modern Society

Edited by

Prosanta Barman

&

Dulal Sarkar

Scanned with OKEN Scanner

Dharmaśāstras: Guide to Modern Society.
Edited by: Prosanta Barman & Dulal Sarkar

Publisher : Bhaskar Raul
Printer : Jayanti Printing House
Gangajamuna, Phandar,
Paschim Medinipur, 721424

© Prosanta Barman

1st Publication : 25th February, 2022

ISBN : 978-81-952719-3-1

Cover page : Prosanta Barman & Dulal Sarkar

Drawing : Roudradipta Mukherjee

Price : [redacted]

JAYANTI PRAKASHAN
Gangajamuna, Phandar, Belda,
Paschim Medinipur, 721424
Email ID: prakashanjayanti@gmail.com
Contact: 9064266007, 9836413580

Scanned with OKEN Scanner

Contents

মহাযজ্ঞ : কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অপূর্ব সমন্বয় 1

পলাশ ঘোড়াই

মহাভারত : সত্য ও ধর্ম 16

দুলাল সরকার

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতানুসারে দণ্ডবিধান 22

অঞ্জনা দাস

ধর্মশাস্ত্রের বর্ণব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজ 33

সুস্মিতা নিয়োগী

যাজ্ঞবল্ক্যীয় ব্যবহারাধ্যায়ের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা 45

দেবারতি ঘোষ সোম

বিশ্ববিশ্রুত ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা ও মহাভারতে রাজধর্ম এবং বর্তমানে তার প্রভাব 54

প্রমীলা মণ্ডল

জননার্থং মহাভাগার ললাট লিখনে স্ত্রীধনের স্বাধিকারঃ একটি সমীক্ষা 67

দীপক নন্দী

স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অর্থশাস্ত্রঃ কয়েকটি ক্ষেত্র 73

শতরূপা মাহাত

প্রাচীন ভারতের দাস ও কর্মকরদের কার্যপদ্ধতি ও বেতনদান : একটি সমীক্ষা 78

জয়া মালিক

Scanned with OKEN Scanner

বিশ্ববিশ্রুত ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা ও মহাভারতে রাজধর্ম এবং বর্তমানে তার প্রভাব

প্রমীলা মণ্ডল*

সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মশাস্ত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক
আছে। এই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্র
অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বেদপরবর্তীকালে বেদের ধর্মের মূল তত্ত্ব, আচার, ধর্মের প্র
তাৎপর্য কিছুটা হ্রাস পেলেও পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে ধ
প্রকৃত চিহ্নরূপে দান, ব্রত, সদাচারাদিক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
ধর্মশাস্ত্রগুলি হিন্দুধর্মের পরম্পরায় মহত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী, কারণ আদর্শ গৃহ
জন্য ধার্মিক নিয়ম, বিধি, আচারব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান এই গ্রন্থ
থেকে আহরণ করা যায়। এই ধর্মশাস্ত্র সাধারণত 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামেও পরিচিত।
এই স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতাদের মধ্যে মনুই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। সংস্কৃত সাহি
ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের পৃথক পৃথক উল্লেখ থাকলেও সামগ্রিক দৃ
এই দুটি যে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, মনুসংহিতাই তার প্রমাণ। সমগ্র ধর্মশা
মধ্যে মনুসংহিতা সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্যে বেদ ও গীতার
মনুসংহিতার স্থান নির্দেশ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, রাজ
প্রভৃতির বিচিত্র আধার এই মনুসংহিতা গ্রন্থটি। অনুরূপভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বে
বিরচিত মহাভারত গ্রন্থটিতেও অসংখ্য কাহিনী, লোকবিদ্যা, সমাজ, ধর্ম, অর্থ
রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়, বর্তমান সময়ের রাজনী
যার গুরুত্ব অপরিহার্য।

মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজার উৎপত্তি, রাজধর্ম, রাজার কর্তব্য প্র
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বলে গ্রন্থকার স্বয়ং এই অধ্যায়টির প্র
বলেছেন–

“রাজধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।

* এম.ফিল, সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা॥”[1]

অনুরূপভাবে মহাভারতের শান্তিপর্বের রাজধর্মপ্রকরণ বহুতথ্যে পরিপূর্ণ, সভাপর্বের নারদীয় রাজধর্ম ও কূটনীতি, আশ্রমবাসিকপর্বের ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসা, উদ্যোগপর্বের বিদুরনীতি প্রভৃতি প্রকরণে রাজধর্ম সম্পর্কে বহুতথ্য পাওয়া যায়, বর্তমানকালের রাজনীতিতে এই রাজধর্মের সামান্য পরিবর্তন হলেও তার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বেও রাজধর্ম ও রাজনীতিশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে প্রচেতস মনুর পরিচয় পাওয়া যায়–

“প্রাচেতসেন মনুনা শ্লোকৌ চেমাবুদাহৃতৌ।
রাজধর্মেষু রাজেন্দ্র তাবিহৈকমনাঃ শৃণু॥”[2]

বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ, উশনা, মহেন্দ্র, ভরদ্বাজ, কৌণপদন্ত, পরাশর প্রমুখ ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মবাদী মুনিগণ রাজধর্মপ্রণেতারূপে পরিচিত। রাজার প্রধান কর্তব্য হল প্রজাপালন, যেহেতু অরাজক রাষ্ট্রে মাৎস্যন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রজাদের ধর্ম-আচরণের মূল একমাত্র রাজা। রাজার ভয়েই মনুষ্যসমাজ পরস্পরকে হিংসা করতে পারে না, এই অরাজক সমাজের দুরাবস্থা বর্তমান সমাজেও লক্ষ্যণীয়। মনু ও ব্যাসদেব উভয়ের মতেই অরাজক রাষ্ট্র বসবাসের অনুপযুক্ত। রাজাতেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, তাই রাজা শ্রীভগবানের বিভূতিস্বরূপ। ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের-এই সমস্ত দেবতাগণের শরীরের সমান উপাদানের দ্বারা পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন, সেই কারণে রাজা নিজের তেজের দ্বারা সকল জীবকেই অভিভূত করে থাকেন। মনুর মতে- রাজা বালক হলেও তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ, এই রাজা প্রকৃতপক্ষে একজন অসাধারণ দেবতা, ইনি মানুষের আকারে পৃথিবীতে অবস্থান করেন। কিন্তু বর্তমানকালে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক রাজা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য। আবার মহাভারতের শান্তিপর্বে–

“এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ ক্বচিৎ।
কুর্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥”[3]

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, রাজার নিয়োগব্যাপারে প্রজাসাধারণের অধিকার ছিল। নিরাপদে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার নিমিত্ত প্রজাগণ সম্মিলিত হয়ে রাজাসুলভ গুণযুক্ত কোন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করতেন। এই প্রথা অতিপ্রাচীন হলেও, বর্তমানকালেও এর প্রভাব যে রয়েছে তা গণভোটের মাধ্যমে

Scanned with OKEN Scanner